অনিকেতন

আব্দুর রউফ চৌধুরী

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃহস্পতিবার সকাল দশটা। দপ্তর অফিস মানে ট্রিটপ স্ট্রিটের ছাপ্পান্ন নম্বর বাড়িতে সকল উপস্থিত; চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সফিকুল ইসলাম, হাজি সামসুল হক, বশর আলী ও তাজিদউল্লা। রাস্তা দিয়ে দু-একটা গাড়ি চলছে, পথঘাট প্রায় জন শূন্য– বহুদূর, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর অবধি, বেশ নিরিবিল; আর মাঝে মাঝে দূর থেকে গাড়ির শব্দ ক্ষণস্থায়ী হয়ে ভেসে আসছে; ঘরের ভেতর অন্য পরিবেশ– ঘন হয়ে বসে থাকা মানুষের শব্দের দাপটে আবহাওয়া সরগরম, বাইরের শব্দ তলিয়ে যাচ্ছে আলাপের নীচে। এর মাঝে যোগ দিয়েছেন দু-জন বঙ্গসন্তান, লেবাসে মেরুর ব্যবধান– একজন টাই পরা টিপটপ, বিলেতি বেশ; অন্যজন পছন্দ করে নিয়েছেন আরবমরুর পোশাক। একজনের সৃষ্ট জঞ্জাল অন্যজন ততধিক মিথ্যাজালের বাঁধনে অপসারণের ভাবনাচিন্তায় ব্যস্ত।

সমস্যা দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তারের নাম নিয়ে। 'ইনার লন্ডন এডোকেশন অথরিটি'র অনুমতিতে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে বাঙালি ছেলেমেয়ে মাতৃভাষা শেখানোর সন্ধ্যা ছ-টা থেকে ন-টার ক্লাস নিয়ে; এখানে শেখানো হত কুরআন আবৃত্তির কলাকৌশল। সাত্তার মিয়া বরখাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বরবাদ করে দিয়েছেন এ ব্যবস্থা; তার নামে অনুমতি ছিল কি না! অব্দুস সাত্তারের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী আলেকজান অন্যের অধিকার বরদাস্ত করতে নারাজ; নতুবা মাওলানা মুজেফরবাদী এ অবলম্বনের মাধ্যমে তাকদীর পরীক্ষার তদবীর করতে পারতেন, স্থায়ীভাবে বিলেত বসবাসের ব্যবস্থা। এ মাওলানা, দেশে থাকতে হযরত শাহজালাল ইমনী রহমতুল্লাহে আলায়হীর দরগা-মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি আরবীভাষা শিক্ষা ব্যতিরেকে কালামুল্লা শিক্ষাদানে মহাব্রত নিয়েছে, এ যেন তোতা পাখিকে বুলি শেকানোর চেয়েও সুকঠিন।

কাজী এক নজর দেখে নিলেন মাওলনাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, শুধু তার মুখের দিকে তাকালেন। কিছু লোক আছে গদি হারালেও গদির স্বাদ ছাড়তে চায় না, সে-আসন যতই তুচ্ছ হোক। প্রাপ্তির পূর্বে নির্লিপ্ততা প্রচারে ত্রুটি করে না; কিন্তু শীর্ষে আরোহণের পর সিঁড়ি ভেঙে দেয়, অন্য কেউ যেন তার দখলকৃত আসনাভিমুখে অগ্রসর হতে না পারে; যে রীতিপদ্ধতির মাধ্যমে তার পদোন্নতি তা বেমালুম ভুলে থাকতে চায়, অবশ্য সবাই এরকম করে না, তাই হয়ত আজও সভ্যতা লোপ পায়নি। এভাবে মনকে সান্ত্বনা দিলেন কাজী, একই সঙ্গে মনে মনে ভেবে নিলেন এ বিষয়ের ব্যাখ্যা। প্রকাশ্যে বললেন, সাত্তার সাবের স্ত্রীকে বুঝিয়ে উচিত যে, তার স্বামীর নাম স্থায়ী করাই উদ্দেশ্যেই আমরা তার নাম না-কাটিয়ে পূর্ববৎ স্কুল চালু করার ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালনায় না থাকা বরং সুনাম বজায় রাখার পক্ষে উত্তম। বদরুদ্দিন উঠে ভেতরে গেলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে নিজ চেয়ারে আবার বসলেন, কাজীর পাশে। কাজী বলে যেতে থাকেন, আপনারা জানেন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব না নিতেন তাহলে শাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বদরুদ্দিনের ছেলে চা নিয়ে এল। তৈরি চা। কাপ থেকে চায়ের একটা ভালো ফ্লেভার বেরুচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে। বদরুদ্দিন এক কাপ কাজীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খান। চায়ে চুমুক দিয়ে কাজী বলতে লাগলেন, আরেকটা কথা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, বাঙালিদের মধ্যে বাদাবাদি হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অন্যায় সুযোগ নেয়। দ্বিধাবিভক্ত সম্প্রদায় শাসন করা সহজ– এ ইংরেজের নীতি। এমতাবস্থায় আমাদের নিযুক্ত মাওলনার সঙ্গে সহযোগিতা করা এলাকাবাসী মুসলমানের উচিত, যদি সাত্তার সাবের স্ত্রী বা প্রতিনিধি রাজি না হন, তবে আমরা বাধ্য হবো আমাদের সংগঠনের নামে অনুমতি নেওয়ার। এতে সাত্তার সাবের নাম চিরতরে মুছে যাবে ইলিয়ার খাতা থেকে। এমন কি এলাকার বাঙালির মন থেকেও। এ অবশ্যই তার সমর্থকদের কাম্য নয়।

ইতিমধ্যে মাসুদ মিয়া এসে বসলেন, টাই পরা ভদ্রলোকের পেছনের চেয়ারে। তার পাশে বসা সহকারী কেক্রেটারি বশর আলী। ধীরে ধীরে তারা আলাপে মেতে উঠলেন। নানা চিন্তায় জর্জিত মাসুদ মিয়ার কানে, ম্লান রোদের মতো একটু হাসি মুখে টেনে বশর আলী প্রচার করলেন, আমার পাশে বসা এ স্যুটপরা ভদ্রলোক হচ্ছেন একজন ব্যারিস্টার।

কথাটা কাজীর কানে আসতেই ব্যারিস্টারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, কিন্তু প্রতিক্রিয়াহীন চেহারা নিয়ে তিনি বলে যেতে থাকেন, এক্ষুণি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। মাসুদ মিয়া সাহেব সময় মতো টাইপ করে নিয়ে আমাকে যদি না পেলে ভাইস চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারি যাকে হাতের কাছে পান তাকে দিয়ে দস্তখত করিয়ে নেবেন। যদি সাত্তার সাবের স্ত্রী আমাদের ন্যায্য প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করেন তবেই এবং পাঠিয়ে দেবেন ইলিয়া অফিসে।

কাজী চায়ে আবার চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর রাখলেন। এক নজর বদরুদ্দিনের দিকে তাকালেন। কাজীর কানের কাছে গুঞ্জন তুলে গভীর জীবনভাবনার তীব্র আকুলতা নিয়ে বদরুদ্দিন বললেন, আগামী মিটিংয়ের কথা বলে দিন্।

চেয়ারম্যান জনতার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন, আগামী রোববার সংগঠন সম্পর্কীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত আমাদের সামনে যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে– চ্যারিটি কমিশনের সম্মতিলাভ এবং অফিসের জন্য একটা উপযোগী বাড়ির বন্দোবস্ত করাতে কাউন্সিলকে রাজি করানো। উভয় স্থলে পত্রালাপ চলছে। আশাপ্রদ সাড়া পাওয়াও গেছে। কাজেই আজ আর আমাদের করণীয় কিছু নেই। আগামী সভায় এসব নিয়ে আলাপ করা যাবে, কি বলেন?

উপস্থিত সদস্যরা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

– তা হলে বাকি সময়টুকু আমরা খোশগল্প করে কাটাতে পারি। তবে কারও ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন না থাকলে অন্য কথা! আরেকটা কথা, আপনারা বাঙালি-সমাজে জানিয়ে দেবেন আমরা ইকামট্যাক্স, পাসপোর্ট, নাগরিকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকি।

মাওলানা মুজেফরাবাদী আমতা আমতা করে জানালেন, আমার এদেশে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলে খুশি হবো।

– মুফত-কা-মুনাফা মুল্লাজির মঞ্জিল-মকসছুদ। বশর আলীর কানে ফিসফিস করে বললেন মাসুদ মিয়া। এ শোনে বশর আলী শুধু ভ্রুকুঞ্চিত করলেন, কিছু বললেন না। মাসুদ মিয়া তবু অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন, নিউজিল্যান্ডে উত্তপ্ত পানির একটা প্রাকৃতিক পুকুর আছে; সেখানে পাক করে নিতে পারেন আপনার খাবার বিনে পয়সায়।

মাওলানা বিষম অবাক! কি বলবেন বুঝে পাচ্ছেন না, উশখুশ করে চুপ করে রইলেন। চেয়ারম্যান এসব না শোনার ভান করছেন, কিন্তু তার চোখ চক্কর দিতে থাকে বারবার ঘরের মধ্যে। চুপ করে কিছুক্ষণ থাকার পর ভারী কণ্ঠে বললেন, আশা করি ইমিগ্রেশন ব্যাপারে আমরা অভিজ্ঞ অভিমত পাবো ব্যারিস্টার সাবের কাছ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, আমি এসেছি বশর আলী চৌধুরীর অনুরোধে দর্শক হিসেবে, শুধু পরিদর্শন করা, পরিবেশন করার ইচ্ছে নেই।

– তথাস্তু, বলে তাকে তকলীফ থেকে রেহাই দেওয়া সমীচীন মনে করে কাজী সেক্রেটারিকে বললেন, আপনি এ-বিষয়ে আলোকপাত করুন, আমি তো মাওলানা সাবের মতলব সম্বন্ধে অবহিত না।

সেক্রেটারি বললেন, আমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে মাওলানা সাবের ব্যাপারে আরেকজন ভদ্রলোক হোম-অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে দু-বার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোও হয়। তৃতীয়বার তিনি স্থায়ী অবস্থান করার উদ্দেশ্যে, মাওলানা হিসেবে চাকরির জন্যে দরখাস্ত করলে হোম-অফিস বাতলি করে দেয়; কারণ, তিনি লন্ডন হীথরো বিমানবন্দরে ব্রিটেন প্রবেশ করার সময় উল্লেখে করেছিলেন 'অসুস্থ শাশুড়ির সঙ্গে আখেরি মোলাকাত করতে আসা। আর দেশে থাকতে কৃষিকাজ করতেন।' কৃষক থেকে রাতারাতি পণ্ডিত্যে পরিণতি অবাস্তব ও অসম্ভব, তাই মিথ্যে বলে আবেদন নাকচ করে দেয়।

আঁতকে উঠলেন হাজি সামসুল হক, হায়! এখন উপায় কি?

সেক্রেটারি আশ্বস্ত করলেন, আসলে সত্যিকারের মাওলানা তিনি। ভুল উপদেশ অনুসরণ করতে গিয়ে পড়েছেন এ গ্যাঞ্জামে। এখন মালমশলা সংগ্রহ করে ফাঁকফাঁকি ঢেকে দিতে হবে। মাওলানাকে মাও-এর চেলা বা মৌলোভী ভাবতে যাতে না পারে কেউ, এর বর্তমান বক্তব্য সত্য বলে সপ্রমাণ করতে হবে।

প্রশ্ন করলেন চেয়ারম্যান, এ কি করে সম্ভব?

সেক্রেটারি জবাব দিলেন, এর অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছেন পূর্বোল্লিখিত ভদ্রলোক। চুলে পাক না ধরলেও তিনি এ-ধরনের কাজে হাত পাকাচ্ছেন বহুদিন ধরে। আপনি অবশ্য তাকে চিনেন। তার পিতা ছিলেন গ্রাম্য বিচারবৈঠকের হর্তাকর্তা, ওয়াজ নছিয়তেও ব্যস্ত থাকতেন, নাম মাওলানা ফাজিল ফকরুদ্দিন।

– হ্যাঁ, চেয়ারম্যানের চোখের ওপর এক ঝলক দৃশ্য ভেসে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে। চেয়ারম্যানকে নিরুত্তর দেখে, সৈয়দ সঞ্জব আলী মনোবল সঞ্চয় করে বললেন, একজন মুসলমান ব্যক্তিকে সাহায্য করা অন্য মুসলমানের পক্ষে ওয়াজেব।

– তাই বলে কি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে?

মাসুদ মিয়ার এ-প্রশ্নে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে 'জায়েয, না-জায়েয' নিয়ে বচসা শুরু হয়ে গেল। এরই মধ্যে স্মৃতির গহীনগহনে প্রবেশ করলেন কাজী। গাহরুদ্দীনের তালাকের মসলা নিয়ে টানা হেঁচড়ায় কথা। কোনো পথ না পেয়ে সে ফাজিল ফকরুদ্দিনের শরণাপন্ন হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দীর্ঘ দর কষাকষির পর নির্ধারিত অর্থ বির্বিঘ্ন তার সিন্দুকে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হলে তিনি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করবেন বলে আশ্বাস দেন। গাহরুদ্দিন অবশ্য তার কাছে আসতে চাইনি। প্রথমে চেষ্টা করেছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পুরোধা ব্যক্তিকে দিয়ে কাজটার মিমাংশা করতে। জামে মসজিদের ইমামকে যখন গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পুরোধা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, 'কোরআন শরীফের তর্জমায় আছে তিন-মাসে তিন-তালাক দেওয়া ইসলামের নিযম। এসময়ের ভেতর উভয় পক্ষের আত্মীয়রা সচেষ্ট হবেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার অমিল পাথরটা সরিয়ে দিতে।' উত্তরে জামে মসজিদের ইমাম বলেছিলেন, 'তিন-তালাকা এক নিশ্বাসে দিলে যা তিন-মাসে দিলেও তা। উভয় ক্ষেত্রে একই ফল– বিয়ে ভঙ্গ।' পঞ্চায়েতের পুরোধা বলেছিলেন, ' আল্লাহ তা'আলার অপছন্দ জিনিস যাতে সমাজে সংঘটিত না হয় সে চেষ্টা কি বান্দাদের করা কর্তব্য না?' ইমাম বলেছিলেন, 'কালাখান কিতাবে তালাকের ফতোয়া স্পষ্টভাবে লিখা রয়েছে তার ওপরে কোনো তর্ক চলে না। গরুদ্দির গরজ যতই হোক, তালাকের বেলায দরদ দেখানো যায় না। তালাকি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস জিনার সমতুল্য, একথা সকলের জানা উচিত, আর জিনার শাস্তি শিরোচ্ছেদ।' ইমাম এমন ক্ষেপে ছিলেন লোকটার ওপর যে, তার নামের দ্বিতীয় ও শেষ অক্ষরটাও সঠিক উচ্চারণ করতে অসম্মতি জানান।

গাহরুদ্দিন নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। মাথায় হাত রেখে ভাবতে থাকে। কিন্তু শিশুপুত্রের রোদন ও সদ্য তালাকি স্ত্রীর সাধাসাধিতে বাধ্য হয়ে উভয়ের মিলিত পরিশ্রমের ফসল– মাছ ধরার জাল, যা জীবিকা আহরণে তাদের একমাত্র উপকরণ, বিক্রি করে টাকা নিয়ে তড়িঘড়ি পৌঁছে গেল ফাজিল ফখরুউদ্দিনের বাড়ি। টাকা গুণে লোকটাকে বলে দিলেন পরদিন বাদ জোহর তকলীফ করে মসজিদে তশরীফ আনতে।

এদিকে তালাকের ফতোয়াদাতার দলও কম যায় না। কাজী খান থেকে হালাকু খান তক দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে আচকান পাজামা পরে আতরগন্ধে মোহিত করতে শুরু করে মসজিদ প্রাঙ্গণ। তালাকের ফতোয়ার মারপ্যাচ প্রদর্শনী মজলিসের এর সংবাদ পেয়ে সেদিন খেলার মাঠে লোক ধরে না। মল্লযুদ্ধ না হলেও মৌলভীদের বাক্যযুদ্ধ উপভোগের আশায় কৌতূহলী দর্শক দল। অঞ্চলের গণ্যমান্য মুরব্বীয়ানও সমুপস্থিত।

আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘ বপু, মেহেদি রাঙা শ্মশ্রু, ঈষৎ আলোহিত বাতাস, হাতে যষ্টি, প্রখর দৃষ্টি– মর্মবেদী এক্সরে যেন, বদনে গোধূলিধূসর আভা, কণ্ঠে শাসনের পূর্বাভাস, মেঘনিনাদে আওয়াজ তুলে মাওলানা ফাজিল খফরুদ্দিন খফর উপস্তিত হলেন মজলিসে। বললেন, সাধারণ মানুষের ঈমান-আমান-আমলের জন্যে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা দায়ী করবেন কাকে?

জনতা এপাশ-ওপাশ চোখ বোলাচ্ছে। নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, আলেম উলামা। একটু দম নিয়ে যোগ করলেন, আমরা আলেমরা, নায়েবে নবীরা পূর্বাপর বিবেচনা না করে অনেক সময় অন্তঃসারশূন্য মানুষকে সারগর্ভ ফতোয়া দান করে থাকি, এসব লোকের না আছে বোঝার জ্ঞান, না আছে উপযুক্ত ধ্যানধারণা; ধর্ম পালন করার কণামাত্র যোগ্যতাও নেই।

জনতার কাছে তার কথার চেয়ে অভিনয় ভঙ্গিই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সকলের কাছে ঘুরেফেরে একই কথা 'ফতোয়ার মারপ্যাচে কে হারে কে জিতে!' মানুষ তো জন্ম থেকে শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কার হার আর কার জিত! যেন ফকরুদ্দিনের অভিনয় ভঙ্গি ছাড়া জনতার আর কিছুই দেখার নেই। শোনারও নেই।

ফকরুদ্দিন হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, এ যেন দুনিয়াবী মায়া। মুগ্ধ মানুষকে মারিফত শিখানোর অপচেষ্টা। বেদুইনকে অট্টালিকায় আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বক্তৃতার ধ্বনি জনতার চারপাশে। তার কথা শোনে জনতা মুগ্ধ। মৌলভীরা জব্দ। একজন শুধু গলা একটু তোলা দিতে চাইলেন, কিন্তু উচ্চতর গলার দাপটে এ তলিয়ে গেল; তেজী ঘোড়ার হ্রেষারব যেন। মাওলানা বললেন, তাই বলি আলেমরা, আপনারা কি জানেন এ বদনসিব গরুদ্দির সঙ্গে গরুর তেমন তফাৎ নেই। সে ও তার স্ত্রী কালেমা জানে কি? যদি না জানে তবে তাদের এত বড়ো সাধের সাদিই তো দুরস্ত হয়নি এবং তজ্জন্য ওরা দায়ী না। আমরাই দায়ী। আলেমরা। যাই হোক, এ আলোচনায় এখন যাচ্ছি না। আপাতত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে– তালাকের ফতোয়া। ভাইরা আমার, বিয়েই যদি ঠিক হল না, তবে তালাকের ফতোয়া ফজুল নয় কি? বিলকুল বরবাদ। দু-হাত দিয়ে এমন ভঙ্গি করলেন মাওলানা, যেন তার বিপক্ষীয় দলকে ভাসিয়ে দিলেন অকুল দরিয়ায়; কলাগাছের বাকলের ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে জ্বালানো মোমবাতি যেন। গুরুগম্ভীর সুরে আবার শুরু করলেন, জেনে রাখুন বস্তাপচা সত্তা ফতোয়া দেওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, তলাকের ফতোয়া নিয়ে আলেমরা বেহুদা সময় নষ্ট করেন। সাত্যি-ই তো সমাজকে অযথা বেকায়দায় ফেলা হচ্ছে। তারপর জনতার দিকে মুখ করে বললেন, আমরা আলেমরা ফেল মেরেছি, হেরে গেছি, এখন আমরা আপনাদের দশজেনর রায় চাই। আপনারাই বিচারের প্রকৃত মালিক। ডাকের বচন– দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হল, আপনি বলুন, আপনি বলুন।

ফাজিলের চিন্তিত রেখা কুঞ্চিত হয়ে কপালে ভীর জমাল। ধীরেসুস্থে বলতে থাকেন, এ গুরু দায়িত্ব পালনের ভার যখন আপনারা আমার ওপর অর্পণ করলেন তখন আপনাদের পক্ষ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য আমি অবশ্যই নির্ধারণ করবো। তিনি সভাস্থ পাঁচজন লোককে ডেকে এককোণে এনে দু-মিনিট কথা

বললেন। তারপর ফিরে এসে ঘোষণা দিলেন, এখন এ নাদান দম্পতিকে শিক্ষাদান প্রদান করা প্রয়োজন, এই হচ্ছে দশের রায়।

কারও কারও কানে বাজল সমুচিত শিক্ষাদান, উপযুক্ত শাস্তি; কিন্তু তাদের ভুল ভাঙল যখন আল্লাহওয়ালা মাওলানা বললেন, প্রথমে শিক্ষা দিন দ্বীনের পয়লা ছবক– কালেমা। মৌলভীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তারপর তওবা; আল্লাহ মাফ করনেওয়ালা। তাঁর করুণায় উমেদ না হওয়া নেহাৎ নাদান নফসের না-ফরমানী কাজ। মাওলানা সাহেবরা প্রথমে তাদেরকে মুসলমান করুন। আশরাফুল মখলুকাতের আওতায় আনুন। মাওলানা সম্বোধনে উপস্থিত ক্বারী বা অনাড়ি মুন্সী সবাই খুশি হয়ে গেলেন। মাওলানা বলে যেতে থাকেন, তারপর আক্‌দ দ্বারা উভয়কে স্বামী-স্ত্রীতে আবদ্ধ করুন। প্রথমে ইসলামিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করুন, তারপর আইন প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা করা যাবে। যে শিশুর মতো অবোধ তার কাছে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম, তাই আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য না।

গহরুদ্দিনের পুনরায় সংসার পাতার খুশির সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা গোপন অভিমান পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সমাজের গর্ব যারা, তাদের ব্যবহারে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছে। নিজের কাছে মাওলানা ছোট হলেও অনেকের কাছে আজ বড় হয়ে উঠেছেন। জাল বিক্রির টাকার বিনিময়ে ফকরুদ্দিন জিতে গেলেন, এ-খবরটা তো কেউ রাখেনি, সে-খবরটা কেউ জানতেও পারেনি; তো দোষটা কার!

আল্লাহর আইনের ফাঁকে অর্থোপার্জনের হেকমত দর্শনে সেদিন দর্শকবৃন্দ মাওলানার প্রশংসামুখর হয়। চেয়ারম্যান মনে মনে বললেন, এ মানুষের ছেলে মানুষের গড়া আইনের ফাঁকি দিয়ে টাকাটা-সিকিটা পকেটস্থ করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিই-বা আছে! প্রকাশ্যে বললেন, আগে যাকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন তাকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে হোম-অফিসে দিলে ভালো হবে। যে দু-পয়সা খরচ হলে, তার মেহনত বাবত, আমরা দিয়ে দেবো।

কাজীর কথায় মাওলানার শান্তশিষ্ট মুখে উজ্জ্বল হাসি উপচে পড়ছে।

মাসুদ মিয়া বললেন, 'মিথ্যা সর্বপ্রকার গুনাহের একাধারে জনক ও জননী' বলেছেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। তার কথায় মাওলানার রোগা রোগা কপালের নীচে লাজুক চোখ দুটো আঁতকে উঠল। কথাগুলো তার বুকে জোরে ধাক্কা দিল। মাসুদ মিয়াকে ভালো করে দেখে নিচ্ছেন, মুখচোখ দেখে কি ঠিক বিশ্বাসী লোক বলে মনে হচ্ছে! কাজী কোনো কথাই বললেন না, মাসুদ মিয়ার কোনো কথাবার্তায় কান না দেওয়াই ভালো। যতবার তিনি মাওলানার দিকে তাকাচ্ছেন, ততবারই মাওলানা মুখ ঘোরিয়ে নিচ্ছেন। চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন লজ্জায়। মুখ দেখে কাজীর মনে প্রশ্ন জেগে উঠল, তিনি বোধ হয় মাসুদ মিয়াকে বিষম অপছন্দ করছেন!

মাসুদ মিয়ার কথা তলিয়ে গেল বদরুদ্দিনের মোটা গলার পান সরস শব্দে, সহাস্যে বললেন, চেয়ারম্যান সাব ঠিকই বলেছেন, আমরা সবাই সমর্থন করি আপনার প্রস্তাব।

কারও দ্বিমত না থাকায় কাজী পুনঃ বললেন, আরও এক কাজ করতে পারি, মাওলানা সাহেবের কাগজপত্রসহ তাকে নিয়ে আমরা দু-জন যেতে পারি এমপি'র কাছে। বুঝিয়ে অনুরোধ করলে আশা করি মিস্টার স্মী মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখবেন; এতে মাওলানা সাহেবের এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার সুব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে, কি বলেন!

সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যানের প্রস্তাব গৃহীত হল। কাজী বললেন, এমপি'র কাছে মাওলানার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য আমি বদরুদ্দিন সাব ও সামসুল হক হাজি সাবকে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আমার মতে আপনারা গেলে ভালো হবে।

হাজি যেন ওঁতপেতে ছিলেন, সুযোগ পেলেই খপ্ করে পাকরাও করবেন, এর অবশ্য একটা কারণও আছে– সাম্পান ক্রুস মস্ক ও ইসলামিক সেন্টারের কোনো অফিসার পদ তার থালায় পড়েনি, শুরুতে ভদ্রতার বাহুল্যে না-বলার অজুহাতে সহকারী সেক্রেটারির পদটা চলে গেল এক অন্যের পাতে। তার মতে, বশর আলী থুতির বলে পুঁথি পড়নেওয়ালা, কাগজ কলমের সঙ্গে যেন নব বিবাহিত বধু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ভাসুর সম্পর্ক। দূর থেকে

শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন। তাই কাজীর কথা লুফে নিয়ে শুট করলেন হাজি, বললেন, সহকারী সেক্রেটারি বশরউল্লা গেলেই ভালো হবে।

– আমার নাম বশরউল্লা না, বশর আলী চৌধুরী। আপনারা শুধু বশর বলতে পারেন; তবে উল্লা যোগ করে অযথা আমাকে অপমান করবেন না প্লীজ।

সুরকি বিদ্ধ শিয়ালের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। শ্রেণীসজাগ চিত্তে রাগসর্তক বাণী যেন। তার বুকের মধ্যে মাওলানার বিপদের জন্যে কোনো কষ্ট নেই, কোনো দুঃখ নেই; এখন তার সমস্ত শরীর জুড়ে আছে একটা প্রচণ্ড অভিমান, সেখানে অন্যের দুঃখ উঁকিও দিতে পারছে না।

কৌতুক হাসি একটুখানি ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়ে হাজি সাবের দাড়ি ঢাকা গালে আড়াল হয়ে গেল। বললেন, এই তো বসে আছেন তাজিদউল্লা। তার দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে এসে গেছে উল্লা শব্দটা, এতে অপমানিত হওয়ার কি আছে ভেবে পাচ্ছি না আমি।

– মাছ পুড়ে ভাত খেতে জানে না সুধীর, হায়রে আমার শরাই শাহ ফকির।

বশর আলীর ভেঙচিতে আসন্ন ঝড়ের আশংকা দেখা দিচ্ছে দেখে মাসুদ মিয়া তাড়াতাড়ি বললেন, রাগবেন না চৌধুরী সাব। আর মনে মনে বললেন, উল্লা ও আনউল্লার মধ্যে সিলেটি মনে অনেক তফাৎ আছে। দুটোতে শ্রেণী পার্থক অনেক; পৃথক শ্রেণী, মালিক আর কর্মচারী, এদের স্বার্থ ভিন্ন, এরা কখনও এক হতে পারে না, এক হতে পারবেও না। তবুও আশা করছেন বশর আলী খুশি হলেই রক্ষে। আবার বললেন, না বলে পারছি না। আমাকে মাফ করবেন। উল্লাহ শব্দ হেয় বা খেলার বিষয় না। আপনার অজ্ঞাত নয় যে, আফগানিস্তানের বাদশাহ ছিলেন আমান উল্লা। শিক্ষাবিদ শহীদ উল্লাহ দেশের এক বিখ্যাত নাম, যার নাম জানেন না এমন বাঙালি বিরল। শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক, ধর্ম ও সমাজসেবী এই মহাপুরুষের চেষ্টায় বাঙালি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা, সেসব রচনায় বাঙালির আদর্শ ও তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। মুসলীমলীগ প্রতিষ্ঠাতা নবাব সলিম উল্লাহর পিতার নাম ছিল আহসান উল্লাহ, বংশীয় উপাধি ছিল খাজা। আহসানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, সরকার প্রদত্ত উপাধি নবাব ও স্যার। কাব্য নাম শাহীন। তারই দানে ১১২,০০০.০০ টাকার আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তৎপূর্বে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এ দানশীল ব্যক্তি ১৮৭১ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নবাব, ১৮৯১ সালে সিআইই, ১৮৯২ সালে নবাব বাহাদুর আর ১৮৯৭ সালে কেসিএসআই উপাধিতে ভূষিত হন। এমনি কত উল্লাহ নামে মুসলিম ইতিহাসের অধ্যায় অলংকৃত। নাম মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে বড়ো করে– এরকম নীতিবাক্য দ্বারা আমাদের মন-মানসিকতা পরিচালিত করা উচিত।

কাজী বললেন, সত্যিই তো আমের নাম যদি আমড়া হত তবে কি স্বাদে তার তারতম্য কম হত? আমরা বর্তমানে যে-দেশে বাস করছি তার অধিবাসী নামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না বলে মেনে নিতে হয়। যখন স্মরণ করি একাত্তরের বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি পাশবিকতার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব সমর্থনকারী মন্ত্রীর নাম ছিল উড্ মানে কাঠ, লেবার পার্টির নেতার নাম ছিল ফুট মানে ঠ্যাং। তাছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী স্টোনহাউস মানে পাথরের ঘর– তার নাম কার না মনে নেই?

পানের রস দিয়ে বাক্যকে সরস করে ব্যারিস্টার আনিসুজ্জামান বললেন, আপনি এই স্টোনহাউসের কথা বলছেন, যিনি গল্পের নীল শিয়ালের মতো অত্যন্ত উচ্চাভিলাসী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মৃত্যুর অভিনয়, আমেরিকার মায়ামী সৈকতে, করতেও দ্বিধা করেননি। এ ধারণায় যে, দুনিয়া যখন তার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবে, তখন তিনি আবির্ভূত হবেন অস্ট্রেলিয়ায়। তিনিই তো অন্য নামে নিজ সেক্রেটারিকে বিয়ে করে দিব্যি আরামে মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করে নতুন জীবন গড়ে ছিলেন।

– অন্যের দোষ অন্বেষণ উঁচুদরের পেশা নয় নিশ্চয়?

মাসুদ মিয়ার এ মন্তব্যের উত্তর দিলেন ব্যারিস্টার, বললেন, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে লন্ডনের জেলে এই ভণ্ড জীবনকে করল পণ্ড। তারপর পাষণ্ডের মতো বিনা দোষে স্ত্রীকে দিল তালাক। নিজের মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বিয়ে করল এক মাগীকে, যার পয়সায় খাওয়াপরা চলবে মাগনা। এহেন পুরুষের যদি প্রশংসা করেন, তবে... ।

অসময়েই মাসুদ মিয়ার কথা বেরিয়ে এল, যেন ধৈর্য ধরা দায়, বললেন, পারিপার্শ্বস্থ নর্দমা থেকে যে লোক আঁতুরকে উদ্ধার করল তার কপালে নামাজের কড় পড়েছে কি না তা খোঁজ করার মতো খব্বিস আমি না।

বিতর্ক তিক্ততার রূপ নিচ্ছে লক্ষ্য করে মাওলানা বললেন, হুজুর সাহেব মেহেরবানি করে আমার বিষয়ের ফয়সালা করে দিন্।

কাজী বললেন, ঠিকই তো। আপনারা ঠিক করুন কারা যাবেন মাওলানা সাবকে নিয়ে এমপি'র কাছে।

– আমরা তিনজনই যাবো। কি যেন ভেবে বদরুদ্দিন আবার শুরু করলেন, তবে এ নিয়ে আর আলোচনা করবেন না। দয়া করে এ বিষয় আমার ওপর ছেড়ে দিন।

আবার ট্রে ভর্তি চা এল, তবে এবার ছোট ছেলে না, বদরুদ্দিনের বড় ছেলেই দরজার সামনে হাজির। ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে বদরুদ্দিনের কাছ থেকে চোখের ইশারায় কি যেন জানতে চাইল। বদরুদ্দিন প্রথমে হাসলেন, পরক্ষণে চোখ পাকিয়ে তাকালেন ছেলের দিকে। তখন সুড় সুড় করে ছেলেটা ট্রে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। যে পাশে বদরুদ্দিন বসা তার ঠিক উল্টোদিকে ভারী পর্দা ফেলা দুটো বিশাল জানালা, তারই নীচে গোটা কয়েক চেয়ার। চেয়ারগুলো দখল করে নিয়েছেন ব্যারিস্টার ও তার দল। ছেলেটা ঘরের ভেতর ঢুকে অভ্যাসমত বদরুদ্দিনের দিকে এগিয়ে এলে বদরুদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, গাধাটাকে সারা জীবন ধরে কিছুই শিখাতে পারলাম না। ওরে মূর্খ, প্রথমে মেহমান তারপর আমি।

চা পরিবেশিত হল। কাজী বিস্কুট নিলেন না। ছেলেটা বিস্কুটের ডিশটা মেহমানের সামনে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল। বাবার চা সে দিল বেরুনোর সময়।

নিমিষে চা-পান পরিবেশনে মজলিস জমে উঠল। একটা বিস্কুট নাড়াচাড়া করতে করতে হাজি সামসুল হক বললেন, মাসুদ সাব নামাজির ওপর এত নারাজ কেন? দাড়িতে হাত ঘষতে ঘষতে যোগ করলেন, নামের গুরুত্ব নেই– এমন কথাই-বা মেনে নেওয়া যায় কেমন করে? যেস্থলে সৃষ্টিকর্তার নাম আল্লাহ, অন্য নামে যার পরিচয় সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না, সেস্থলে নামের মাহাত্মেমুগ্ধ হওয়া মানব স্বাভাবিক ধর্ম, এর ব্যতিক্রম... ।

কথা শেষ করতে না দিয়ে মাসুদ মিয়া বললেন, মাফ করবেন চেয়ারম্যান সাব, আমার নাম উল্লেখ করে কেউ কিছু বললে, তার উত্তর দিতেই হয়।

মাসুদ মিয়ার স্বরে ঝগড়ার আভাস। ওকে নিয়ে কাজীর চিন্তার শেষ নেই, কিন্তু এখন আটকে রাখাও সম্ভব না। প্রথম দিকে ওকে আটকে রেখেই বোধ হয় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কি করবেন! মাসুদ মিয়ার কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারছেন আজ একটা অশান্তি নেমে এসেছে। কাজী তৈরি হলেন কথা ঘোরানোর জন্য। এ-সময় মাসুদ মিয়া অন্য কোনোদিকে চোখ না দিয়ে বলে উঠলেন, মুল্লাজি তো বইপুস্তক পড়েন না, যা পড়েন তা হচ্ছে কেতাব– উর্দুতে লিখা কিছু বই। আর এ পড়ে পেয়েছেন খেতাব। বলেই তো আধুনিক বইয়ের ভেতর লিখা জ্ঞানের সংবাদ রাখেন না। প্রয়োজনই-বা কি? কাজেই তিনি জানেন না ইসলাম ধর্ম প্রচারপূর্বে কাবাগৃহে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল 'লাহ'। 'লাহ' শব্দের সঙ্গে 'আল' শব্দাংশ যোগ করে করা হয়েছে 'আল-লাহ'।

কাজী থতমত খেয়ে গেলেন। অন্তরের উত্তেজনাটা প্রকাশ করতে গিয়েও করতে পারছেন না, গলার কাছে একটা আবেগ এসে আটকে যাচ্ছে। হাজির সারা মুখে রক্ত চাপ বেড়ে গেল, রাগ না অভিমান ঠিক বোঝা গেল না; কিন্তু খুব চটে, অধৈর্য হয়ে, দাঁড়িয়ে, কাঁপতে কাঁপতে বললেন, না-ফরমানি কথা।

কাজী বিনয়নম্রভাবে হাজির রাগ কমাতে চেষ্টা করলেন, বললেন, আপনারা দয়া করে শুনুন আমার কথা। তর্কে জ্ঞান বাড়ে, তবে এ হওয়া চাই সমালোচনাগঠনমূলক। হওয়া চাই সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

জনতা থেকে প্রশ্ন এল, আল্লাহ নাম নিয়ে আপনার মন্তব্য কি?

– এ ক্ষেত্রে আমি জানি প্রাগ-ইসলামিক যুগে পবিত্র কাবাগৃহে 'লাহ' বলে একজন দেবতা ছিল; তবে এর সঙ্গে 'আল' যোগ করে 'আল-লাহ' হয়েছে কি না তা জানি না! না জেনে আমার মতো মূর্খের কোনো মন্তব্য করা উচিত না।

জনতা থেকে আরেকজন বলে উঠলেন, তবে এ কি সত্য না যে, যরাস্ট্রিয়ান ধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যের নাম ছিল 'খোদা'? আর যদি এ না হত তবে কেন আজ হাজার বছর ধরে ভারত উপমহাদেশে আলিম সাহেবসহ আমরা 'খোদা' বলতে সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাই? এতে মনে করা স্বাভাবিক নয় কি, সৃষ্টিকর্তাকে– আল্লাহ, খোদা, গড, ঈশ্বর, জেহ্বা, ইলি যে-নামেই ডাকা হয় না কেন এতে কোনো দোষ নেই; যদি অন্য কারও সঙ্গে শরিক না করা হয়?

কাজী এখন একটা যন্ত্রের মতো হয়ে গেছেন। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তারপর এক সময়ে বললেন, মাওলানা এ সম্বন্ধে ভালো জানেন।

বাঁ পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে তাজিদউল্লা বলল, আদম (আ.) থেকে চলে এসেছে আমাদের ধর্ম, কোনো রদবদল হয়নি।

মাসুদ মিয়া এক মুহূর্তও চুপ থাকতে পারছেন না, তাই বললেন, সু-সাহিত্যিক আবুল হুসেন তাঁর 'মুসলিম কালচারের ধারা' প্রবন্ধে বলেছেন, মানুষের জীবন-চর্চায় কোন আদর্শ চিরন্তন, সনাতন, অপরিবর্তনীয় নয়। আল্লাহকে বড়ো করতে হয় নিজে বড় হ'য়ে।'

সৈয়দ সঞ্জব বললেন, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম। কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

বদরুদ্দিনের বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড কষ্ট। আজকের এ অশান্তি তার বুকের ভেতর একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন জনতার দিকে। দেখতে পারলেন, তার চোখের সামনে সব যেন কেমন এলোমেলা হয়ে যাচ্ছে। নিজের মুখটা টেবিলের আয়নায় দেখার চেষ্টা করলেন; আর নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমার মুখটা কি কুবই কালো হয়ে গেছে এ অশান্তিতে!

– আবুল হুসেনের ভাষায় এর উত্তর শুনুন, 'আল্লাহ এক– মানুষ অনন্ত বিকাশোন্মুখ– যুগে যুগে তাকে বিকশিত হ'য়ে আল্লাহর অনন্ত শক্তির প্রতিভূ হ'য়ে এই দুনিয়াটাকে সর্বপ্রকারে উপভোগ করতে হবে। এই দুনিয়াকে একান্ত ক'রে না লাভ করলে মৃত্যুর পর যে দুনিয়ায় প্রবেশ করতে হবে তাকে ত লাভ করা যাবে না।' এ-বলে মাসুদ মিয়া তাকালেন হাজির দিকে। তারপর যোগ করলেন, এর অতিরিক্ত আমি আর কিছুই বলতে চাই না।

সৈয়দ সঞ্জব কথাগুলো লুফে বললেন, আপনি আর কিছু না বললে আমরা অবশ্যই নারাজ হবো না। তবে এ বিষয়ে চেয়ারম্যান সাবের অভিমত জানতে পারলে খুশি হবো। হাজি সামসুল হকের দিকে তাকিয়ে মুচকিহাসি ছুড়ে দিলেন সৈয়দ সঞ্জব। আর ফিসফিস করে বললেন, ইসলামি সংস্থার চেয়ারম্যান কিভাবে ভোগীদের কাতারে সামিল হন তা এখন দেখা যাবে!

কাজী ব্যথা পেলেন। ভাবলেন, সৈয়দ কেন এরকম করলেন। লক্ষ্য করলেন সৈয়দ সঞ্জব তার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। সে কি যেন গোপন করতে চাচ্ছে! কাজী ধীরে ধীরে বললেন, আমি কোরআন শরীফের আল-মুলক সুরা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, অবশ্য স্মৃতির ওপর নির্ভর করে, কোনো ভুল হলে মাওলানা সাব শোধরে নেবেন। আশা করি আপনারা নিজস্ব মত গঠন করতে পারেন, আল্লাহর বাণীর প্রেক্ষিতে। আয়াতটা হচ্ছে, 'তিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে বশীভূত করেছেন, যাতে তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত দানকে উপভোগ করতে পার।' তবে লাগাম ছাড়া উপভোগ না। আল্লাহর নির্দেশিত ন্যায়নীতি পালন দ্বারা উপভোগ করতে হবে। সদা স্মরণ রাখতে হবে, 'তোমরা জীবিত হয়ে পুনরায় তাঁর নিকট যেতে হবে।' কেন যেতে হবে! কারণ, 'তোমরা

হয় পুরস্কৃত হবে, না হয় ধিকৃত হবে।' কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্যে। আশা করি আমার বক্তব্য আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে।

বদরুদ্দিন বললেন, নিশ্চয়! আপনি যে শিক্ষক ছিলেন এ সহজেই বোঝা যায়। আরেক দফা চা-নাস্তা পরিবেশনের সম্মতি যদি দেন... ।

কাজী বুঝতে পারছেন এ-হচ্ছে বদরুদ্দিনের বিদায় সিগন্যাল, তাই বললেন, না, না, এমনিতে আপনাকে আমরা অনেক কষ্ট দিচ্ছি। আর না। এখন আমরা উঠবো। আমি আজকের মতো এখানে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।

(চলবে...)